তারিখ 4 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সংবাদ

পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতা বন্ধের দাবি মহিলা পরিষদের

৪ মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাঠ্যবই সাম্প্রদায়িকীকরণ কন্নার প্রতিবাদে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে পাঠ্যপুস্তক পুনঃপ্রণয়নের দাবি জানিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে নাগরিক সমাজের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো মহিলা পরিষদের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্মারকলিপির শুরুতেই বছরের প্রথম দিনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার সফল প্রয়াসকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয় ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে নতুন প্রজন্মকে জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ ছিল। কিন্তু গভীর পাঠ্যবইয়ে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পাঠ্যবইয়ে : সাম্প্রদায়িকতা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উদ্বেগ এবং তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে, ২০১৭ সালের নতুন বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীদের হাতে যে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়া হয়েছে সেখানে বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে যে শিশুটি শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করবে, সুকৌশলে তার মননে সাম্প্রদায়িকতা এবং জেন্ডার বৈষম্যের বীজ বপণ করার অপচেষ্টা ঘটেছে। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদারচিন্তা ও সম্প্রীতির আদর্শবহ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে যে চিন্তা-চেতনা থাকলে আমাদের কিশোর-কিশোরী, তরুণ সমাজ অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, সেই সব বিষয়সমূহ কৌশলে ভাষা প্রয়োগে, শব্দ প্রয়োগে, ব্যাখ্যা বিন্যাসে, শব্দ চয়নে পরিবর্তন করে এক সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, বিশিষ্ট কবি-লেখকদের লেখা বাদ দেয়া হয়েছে– যা মূলত সাম্প্রদায়িক, পশ্চাৎপদ ও মৌলবাদী অপশক্তির দাবির কাছে নতিস্বীকার বলে মনে হয়। পাঠ্যবইকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়াশীল, জামায়াত-শিবির, হেফাজত গোষ্ঠী যে জঘন্য অপরাজনীতি করছে নূতন প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষায় তা অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী গণতন্ত্র ও নারীর মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারের কাছে একটি অসাম্প্রদায়িক, একমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, কুসংস্কারমুক্ত, জেন্ডার সংবেদনশীল, মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের সচেতন নাগরিক সমাজ দাবি জানিয়ে আসছে। সেই সময়ে পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলন অনাকাঙ্ক্ষিত এবং চরম দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুপারিশে বলা হয়- একমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, জেন্ডার সংবেদনশীল, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার টেকসই উন্নয়নের ৪ নং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক অসাম্প্রদায়িক ও অন্তর্ভুক্তিমূলককরণ, অবিলম্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু সংস্কৃতি-চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, অবিলম্বে পাঠ্যবইয়ের নতুন সংযোজিত অংশ বাদ দিয়ে পূর্বের পাঠ্যাংশ প্রতিস্থাপন; সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী পাঠ্য অংশের অনুশীলনীমূলক কাজ, শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সুকৌশলে পাঠ্যবই পরিবর্তনের যে চক্রান্ত করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন, পাঠ্যসূচিতে পূর্ববর্তী পাঠসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, একই সঙ্গে সংশোধিত পাঠ নতুন করে সব প্রতিষ্ঠানে পাঠানো, পুনঃস্থাপিত অংশসমূহ সংযোজনী হিসেবে মুদ্রণ করে জরুরি ভিত্তিতে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সব শেষে এ দেশের সচেতন নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অবিলম্বে পাঠ্যবই পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানানো হয়।

সাক্ষরদাতারা হলেন– অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ড. সন্‌জীদা খাতুন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কামাল লোহানী, অধ্যাপক অজয় রায়, আয়শা খানম, অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, সৈয়দ হাসান ইমাম, রামেন্দু মজুমদার, মফিদুল হক, শামসুজ্জামান খান, মামুনুর রশীদ, অধ্যাপক এমএম আকাশ, হাশেম খান, শাহদীন মালিক, গোলাম সারওয়ার, অজয় দাশগুপ্ত, জেয়াদ আল মালুম, রবিউল হুসাইন (কবি), গোলাম কুদ্দুছ, ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, বাসুদেব ধর, হাসান আরিফ, তৌহিদুল হক, মহিলা পরিষদের পক্ষে ডা. ফওজিয়া মোসলেম, ডা. মাখদুমা নার্গিসসহ ২১ জন নারী নেত্রী ওই স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন।